গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৭০ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহ (১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি.)

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম সমাবর্তন আজ (রবিবার) সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো. আবদুল হামিদের পক্ষে কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এই সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেন ও ডিগ্রি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান।

সভাপতির বক্তৃতায় কৃষিমন্ত্রী বলেন, জমি হ্রাস, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ভবিষ্যতে কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই করতে হলে জলবায়ুসহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত ও আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে কৃষকদের মাঝে তা দ্রুত ছড়িয়ে দিতে হবে। একইসঙ্গে কৃষিতে রোবোটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্টারনেট অব থিংস, ড্রোন প্রভৃতির ব্যবহার এবং প্রিসিসন ও ভার্টিকাল এগ্রিকালচারে দক্ষতা বাড়াতে হবে। দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রাজুয়েটদেরকে এসব বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, আগামীতে টেকসই ও জলবায়ুসহনশীল কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কৃষি গ্র্যাজুয়েটদের প্রস্তুত করতে দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। সেজন্য, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কারিকুলামকেও উন্নত ও আধুনিক করতে হবে। নবীন কৃষিবিদদের সেভাবে যোগ্য করে গড়ে তুলতে শিক্ষকমণ্ডলীদের এগিয়ে আসতে হবে। কৃষিখাতে আজ যে অভাবনীয় সাফল্য দৃশ্যমান, এর পেছনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ।

সমাবর্তন বক্তার বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ভাবগম্ভীর, আনন্দঘন একটি অনুষ্ঠান যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের সঙ্গে সামাজিক প্রত্যাশার একটি বন্ধন ঘটে থাকে। সমাবর্তন উৎসবের যে তাৎপর্য, তা প্রথাগত আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমেই শেষ হয়ে যায় না বরং এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় তার শেকড় আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় গভীরভাবে প্রবেশ করাবার একটি সুযোগ লাভ করে। বস্তুত, সমাবর্তন একটি প্রতীকী অনুষ্ঠান যেখানে নবীন গ্র্যাজুয়েটগণ জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে উদ্বুদ্ধ হন। সমাবর্তনের মাধ্যম যারা সদ্য সনদপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটবৃন্দ হলেন তাদের প্রত্যেককে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান তিনি।

এর আগে কৃষিমন্ত্রী চ্যান্সেলরের পক্ষে সমাবর্তন শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন এবং সমাবর্তনের উদ্বোধন করেন। সমাবর্তনে জুলাই ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি সম্পন্নকারী ছয় হাজারের বেশি শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে ২২৪ জনকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

#

মনির/রিদওয়ান/ ফয়সাল/সজিব/২০২৩/১৮.০০ ঘণ্টা